কিছু মন্তব্য এবং কিছু কথা!

সাঈদ কামরান মির্জা
mirza.syed@gmail.com
নবেম্বর ১৫, ২০০৫

আকাশ মালিকের 'অপ্রীয় সত্য (জিয়াউদ্দিন সমীপেষু)' লেখাটিতে দু'টি (প্রথমটি জনাব আব্দুর রহমান আবিদের এবং দ্বিতীয়টি আকাশ মালিকের নিজের) মন্তব্য আমার দৃষ্টি আকর্ষন করে।

আব্দুর রহমান আবিদ এর মন্তব্যঃ

''আমরা শিক্ষিত, মধ্যপন্থী মুসলমানরা ইসলামের কোন সমালোচনা করিনা বলেই ইসলাম ক্রমে চরমপন্থী মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিনত হয়েছে। যার ফলাফল আজকের আল-কায়েদা, জামাতে ইসলামী, বাংলা ভাই, ডঃ গালীব। এসবের পেছনে পুঁজিবাদ, আমেরিকা, পেট্রো-ডলার.....যত চক্রান্তের কথাই আমরা বলি না কেন, আমরা মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে, ধর্মের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হলে, আমাদের সমাজে ধর্মের গঠনমুলক সমালোচনা করার সুযোগ থাকলে আমরা সাধারণ মুসলমানরাই এসব ইসলামী চরম পন্থীদেরকে প্রতিহত করার জন্যে যথেষ্ট ছিলাম।''

উপরোল্লিখিত জনাব আবিদের মন্তব্যের প্রতিটি কথার সঙ্গে আমি সম্পুর্ন একমত। আমার অনেক লেখার উপসংহারে আমি ঠিক একথাই বলে আসছি যে আমাদের শত্রু ইসলামী মোল্লাগন নয়; আমাদের সামনে বড় শত্রু বা বাঁধা (Obstruction) হল পশ্চিমা শিক্ষিত, আধা-মুসলিম বা অজ্ঞ-মুসলিম নামধারী কিছু মোনাফেক মানুষ যাদের জন্য আমরা আসল মোল্লাদের ধারে কাছেও গেস্‌তে পারিনা। এসব অজ্ঞ বা সবজান্তারা আমাদের মুখ বন্ধ করে আসলে কাট-মোল্লাদেরকেই রক্ষা করে যাচ্ছে এবং আমাদের মেসেজ আসল আমজনতার কাছে পৌছাতে বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছে। জনাব আবিদ সাহেব ঠিকই বলেছেন, আমরা মেজরিটি শিক্ষিত মুসলিমরা যদি এক হয়ে ইসলামের সমালোচনায় ঝাপিয়ে পড়তাম তা'হলে খৃস্টান এবং হিন্দু ধর্মের ন্যায় ইসলামেরও এতদিনে সংস্কার হত এবং কাট-মোল্লারা আমাদের ভয়ে পালিয়ে যেত এবং ইসলাম আমাদের হাতেই থাকত। সুফি ইসলাম আমরাই কয়েম করতে পারতাম।

এইসব সবজান্তা **Closet** মোল্লারা আসলে তাদের মনে মনে ''শান্তির ধর্ম'' নামক একটি অবাস্তব বা **Non-existent** একটি কাল্পনিক 'ইসলাম ধর্ম' মনে মনে চিন্তা করে অন্ধের ন্যায় আমাদের বিরোধীতা করে যাচ্ছে এবং পরোক্ষভাবে

কাট-মোল্লাদের ধর্মীয় গোড়ামীর গাছের গোড়ায় আরও বেশিকরে পানি ঢালছে। কারন, তারা আমাদের বলছে তোমরা শান্তির ধর্মের সমালোচনা কর না ইত্যাদি; কিন্তূ পরমূহুর্তেই তারা ঔসব কাট-মোল্লাদের (*যারা উসামার জগন্য কাজ ১০০% সাপোর্ট করে*)পেছনে নামাজ পড়ছে, মিলাদ পড়ছে এবং মোল্লাদের সবকথাই পালন করে যাচ্ছে। ইহাতে ফল দাড়াচ্ছে—মোল্লারা মনে করছে তাদের সাপোর্টে আমজনতা সবাই আছে; সুধু কিছু এপোস্টেট অজ্ঞ-মুসলিমরাই কেবল ইসলামের বিরোধিতা করছে। অর্থাৎ মোল্লাদের জেহাদী জোস্ আরও দিন দিন বেড়ে যায়। আল-কায়েদা টেররিষ্টরাও ঠিক একই ভাবে বিশ্বের সাধারণ মুসলিম আমজনতার সাপোর্ট পেয়ে থাকে।

এইসব তথাকথিত আধা-মুসলিমগন কোরান বা ইসলামের কিছুই জানে না এবং মোল্লাদের পাগলামী বা জেহাদী কান্ডের বিরোধ্যে কোন প্রতিবাদ করারও শক্তিও তাদের নেই। কিন্তূ আমাদের ন্যায় মুষ্টিমেয় কিছু এপোস্টেট কোরান-হাদিস পড়ে মোল্লদেরকে সমালোচনা করলে তারা মোল্লাদেরকে না ধরে উল্টো আমাদেরকেই আক্রমন করে বসে। কথায় আছে—**'ধরতে বলি তাকে, ধরে বসে আমাকে'!** সদালাপের এক আধা-মোল্লা জনাব তারীক হোসেন আবার আমাকে এক হাত নিয়েছেন; কারণ আমি নাকি কোরানের আয়াত বিকৃতি করেছি। আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি কোরান-৩৩:৫০ এর, আর এই মহা পন্ডিত তাহা তুলনা করেছেন কোরান-৩৪:৫০ এর সঙ্গে। কথায় আছে—**''আমি বলি কি, আর আমার সারিন্দায় বলে কি?''**

ইসলামের প্রকৃত সেবক কাট-মোল্লারা যখন নামাজের খোতবাতে অথবা মিলাদ মাহফিলে বসে
কোরান-হাদিস থেকে কুসংস্কারপুর্ন ইসলামের যতসব আজগুবি সব কথা আওড়ায় তখন এইসব আধা-মুসলিমরা একটি পুতুলের মত মাথা নিচু করে মুখ বন্দ্ধ করে বসে থাকে। মোল্লাদের এইসব ইসলামী গারব্যাজ নিয়ে টুশব্দটি করারও সাহস থাকে না তাদের। কিন্তূ আমাদের ন্যায় এপোস্টেটদের কোরান-হাদিসের অকাট্ট উদৃতি-পুর্ন কথায় ওনাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে এবং চরম বিরোধীতা করে ইসলাম রক্ষাকারী সেজে পরকালের সওয়াব কামাইর প্রতিযোগীতায় নেমে যায়। আমাদের সঙ্গে তারা ডেলিরীয়ামের ন্যায় বলতে থাকে—''এটা আসল ইসলাম নয়, ওটা ইসলাম নয় বা ইসলাম এটা বলে নাই'' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তূ মোল্লাদের সামনে তারা থাকে একেবারে সুবোধ ছেলেটির ন্যায় চুপ।

ইসলামের জম্মই হয়েছে অশান্তি এবং রক্তপাতের সুত্রধরে, তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে, হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে, এবং জোর করে দেশ জয় করে। অথচ ইসলামের নাম দিয়েছে ''শান্তির ধর্ম''। এর চেয়ে মিথ্যা কথা আর কি হতে পারে! উসামা-বিন-লাদেনের টেররিষ্ট গ্যাং এবং জারকাওয়ীরা সবাই পাক্কা এবং কোরানিক মুসলমান, এতে একবিন্দুও সন্দ্ধেহ নেই। তা'নাহলে, এই পৃথিবীর ১০০% মাওলানা, মৌলভী, ক্বারি, হাফেজ, ইমাম, মুফ্তি, হুজুর তালেবানগন,

কেন? গত ৪/৫ বৎসরে এইসব অমানুষ ইসলামি টেররিষ্টরা কম করে হলেও এক লক্ষ নির্দোষ মানুষ হত্যা করেছে তাদের ইসলামি সুইসাইড বোমা মেরে। কই এপর্জন্ত একজন মাওলানা, মৌলভী, ক্বারি, হাফেজ, ইমাম, মুফ্তি, তালেবান ও এই নিষ্ঠুর মানুষ হত্যার বিরোধ্যে একটি ফতোয়াও দেয় নাই।

সম্প্রতি জর্দানে যে নারকীয় ঘটনাটি ঘটে গেল তার বিরোধ্যে সুধু জর্দানের কিছু লোক রাস্তায় নেমেছিল; কিন্তূ সারা মুসলিম বিশ্বে একটিও প্রতিবাদ দেখা যায় নাই। জর্দানীরা বলছে, ''এটা আসল ইসলাম নয়''। এটি তাদের একটি আত্ব বঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। সুধুই **''এটা আসল ইসলাম না''** জিকির তুল্লে আজ আর কিছুই লাভ হবে না। কারণ ১৪০০শত বৎসর ধরে এই নিষ্ঠুর কোরান এবং হাদিসের শিক্ষায় মোল্লাদের এবং সাধারন মুসলিমদের মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। তারা খুব ভাল করেই শিখেছে অন্য ধর্মের মানুষকে প্রচন্ড ঘৃনা করতে; এবং ইসলামের জন্য অন্য মানুষকে বা আল্লাহর শত্রুদেরকে সুইসাইড বোমা মেরে হত্যা করাও অনেক পুন্যের কাজ; এবং তারা ঠিক সেটাই করছে। এইসব জেহাদী সুইসাইড বম্বারদেরকে প্রাথমিক মগজ-ধোলাইর পবিত্র কাজটি এইসব কাট-মোল্লারাই করে থাকে—**পবিত্র কোরানের এবং সহি হাদিসের বানী ব্যবহার করে।** এইসব কাট-মোল্লারাই কোরানের উদৃতি দিয়ে জেহাদী যুবকদেরকে শিখিয়ে থাকে যে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে কলাবোরেট বা সহযোগীতা যদি তোমাদের নিজের ভাই বা পিতাও করে, বা কোন মুসলিমও করে, তবে তাদেরকেও হত্যা কর। আর তাইত আজ আমরা দেখছি জেহাদী আল-কায়েদারা শিয়া মুসলিম এবং জর্দানি মুসলিমদেরকে হত্যা করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। কারণ তারাত **আল্লাহর দেওয়া কোরানিক আদেশই পালন করছে।**

এই কোরানিক চেতনার শিক্ষা নিয়েই আজ আল-কায়েদার নেতারা বলতে শিখেছ, **"They vowed to die and they chose the shortest route to receive the blessings of Allah" (Mseeage from Al-Qaeda website);** এবং সেই পবিত্র মন্ত্রে দিক্ষিত হয়েই সাধারণ মুসলিম যুবক-যুবুতীরা ঝাপিয়ে পড়ছে ইসলামের শত্রুদের ঘারে। তাই এখন সময় এসেছে সত্য কথা বলার। মুসলিমদেরকে আজ বলতে হবে **''আমরা এই কোরানিক ৭ম সেঞ্চুরির ভয়ংকর ইসলাম চাই না; আমরা কোরান-হাদিসের সংস্কার চাই এবং আমরা সুফি ইসলাম চাই।''** আর এসব শ্লোগান সুধু জর্দানে দিলে চলবে না; সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকেই দিতে হবে। তা'হলেই বন্দ্ধ হবে কাট-মোল্লাদের কোরানিক বাঁদর নাচ।

টেররিষ্টদের ঠেলা খেয়ে এখন মুসলিমগন বলছে, **''এটা আসল ইসলাম নয়।''** কিন্তূ,কথা হল, আসল ইসলাম কোনটা? কোথায় বাস করে সেই আসল ইসলাম? আমরা সবাইত সেই তথাকথিত আসল ইসলামই খুজ্ছি—কোরান-হাদিস-ইসলামী ইতিহাস থেকে। কোরান এবং হাদিস পড়ে আমরা যে ইসলাম খুজে পাচ্ছি, তার সঙ্গে হুবুহ মিল খুজে পাচ্ছি আজকের উসামা-জারকাওয়ীর ইসলামের সঙ্গে।

তা'হলে ঔসব সবজান্তা অজ্ঞ ক্লোজেট মোল্লারা ঠিক কোন ইসলামের কথা বলছে?

সম্প্রতি বাংলাদেশে এক ঘন্টার মধ্যে ৫০০ ইসলামি বোমা ফাটানোর পর পুলিশ জঁকে জাঁকে যাদেরকে আজ ধরছে তারা প্রায় ১০০% হলো—মাদ্রাসার ছাত্র, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক, মুফ্তি, হাফেজ, হুজুর, ক্বারি মাওলানা, আল্লামা ইত্যাদি যতসব ইসলামের মহা সেবকগন। তবুও আমাদের পাতি মোল্লা-কাম মডারেট মুসলিমগন বলতে থাকবেন যে এটা আসল ইসলাম নয়? মোল্লা,মাওলানা, মৌলভী, ক্বারি, হাফেজ, ইমাম, মুফ্তি, হুজুর তালেবানগন যদি আসল ইসলাম না জানে তা'হলে সেই তথাকথিত আসল ইসলাম এই দুনিয়াতে আর কে জানে, দয়া করে বলেবেন কি আমাদের পশ্চিমা কাফেররের দেশে থাকা মোনাফেক-কাম-মডারেট মুসলিমগন?

ফ্রান্সের ঘটনার ভিত্তিও এই ইসলাম। তা'নাহলে ফ্রান্সের আর সব অন্যান্য ইমিগ্রেনদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না কেন? পশ্চিমা কাফেররের দেশে এসেও দাড়ি-হিজাব-বোরখা রেখে আরব মুসলিম সেজে, গেটোতে বাস করে হোষ্ট কান্ট্রির ভাষাকে অবহেলা করে সবাইর পেছনে পড়ার জন্য এই ইসলাম ১০০% দায়ী। এই ইসলাম শিখিয়েছে এটা কর না, ওটা কর না, এটা খেও না, ওটা পর না ইত্যাদি। ইসলামই শিখিয়েছে মুসলিমদেরকে একটি মারাত্বক **Cult** হয়ে জীবন ধারণ করতে। ইসলামই শিখিয়েছে মুসলিম ছাড়া আর সব মানুষকে ঘৃনা করতে, তাদের সঙ্গে না মিশতে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করতে। আর ঠিক সেটাই করেছে ফ্রান্সের মুসলিম ইমিগ্রেন্টরা, এবং তার ফলই ভোগ করছে আজ মুসলিম ইমিগ্রেন্টগন। এই ইসলামী খেলা আরও ঘটবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে এমনকি এই আমেরিকা বা কেনাডায়ও, তা' জোর দিয়েই বলা যায়।

এই একই প্রবন্ধে আকাশ মালিকর মন্তব্য- ***"মুসল মানকে কোন দিন ঘৃনা করিনি করবওনা। ঘৃনা করি সেই সকল আরবীয় ডাকাত দের, যারা হরন করে নিয়েছে আমার প্রীয়জনের মেধা, মনন, বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা।"***

জনাব আকাশ মালিক তার উপরের কথা কয়টিতে যাহা বলতে চেয়েছেন তাহা নিম্নরূপ। ইসলাম হল ৭ম সেঞ্চুরির একটি আরব-বেদুইন ধর্মীয় চিন্তাধারা যাহা আরবীয় ন্যাসান্যালিজম এবং আরব ইম্পেরিয়েলিষ্টিক আইডিয়া মাত্র। এই বেদুইন ইসলাম যেখানে গিয়েছে সেখানেই মানুষ তার নিজের বাপ-দাদার সংস্কৃতি হাড়িয়েছে। এইসব মুসলিল নামধারী উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকগন তাদের **Common Sense** একেবারে হাড়িয়েছে, এবং একটি রবটের ন্যায় বিবেকহীন মানুষে পরিনত হয়েছে কেবল এই ইসলামের মন্ত্রবলেই। এইসব তথাকথিত মডারেট মুসলিমগন যখন অন্যান্য পার্থিব বিষয়ে আলাপ করে তখন তারা সবাই অতি বুদ্ধিমান মানুষের পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তূ যখনই ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে কথা হয় অমনি তারা বনে যায় একেবারে বিবেকহীন একজন রবটিক মানুষ মাত্র। তাদের সামনে তখন জলতে থাকে **দোজকের প্রখঢ় জলন্ত আগুনের শিঁখা এবং বেহেশ্তের সুন্দরী উন্নতবক্ষা**

হুরীগন। তাই তখন তারা সবাই একটি রবটের ন্যায় যতসব নন্‌সেন্স কথাবার্তা বলত থাকে। তাই আকাশ মালিক বলেছেন যে এই আরবের বেদুইন ইসলাম আমাদের সাধারণ মানুষের জ্ঞান, চিন্তা, ধ্যান ধারণা সব চুরি করে নিয়েছে। তাই আকাশ মালিক সেইসব আরবদেরকেই প্রচন্ড ঘৃনা করছে।

আজকে দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্লোজেট মোল্লারূপী অতি জ্ঞানী সাধারণ মডারেট নামধারী মুসলিম বাঙ্গালীগন একটি রবটের ন্যায় বলে যাচ্ছে—''এটি আসল ইসলাম নয়, বা এটা ইসলামের কাজ নয় ইত্যদি। আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি—একটু চিন্তা করে দেখুন আসল প্রভলেমটা কোথায়? কেন এবং কিসের লোভে একজন যুবক তার বুকে বোমার বেল্ট বেঁধে নির্দোষ মানুষ হত্যা করছে! এই মন্ত্রের ভান্ডারটি একবার খোলা (নির্ভীক) মনে পড়ে দেখুন আসল ঘটনাটি কি! কোরান-হাদিস পড়ুন এবং জেনে নিন যে এসবেরই আসল ভিত্তি হল শান্তির ইসলাম। আর অন্য কিছুই নয়।